26862 - রোযার বিধান আরোপের মধ্যে নিহিত প্রজ্ঞা

প্রশ্ন

রোযার বিধান আরোপের মধ্যে কী প্রজ্ঞা নিহিত?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

প্রথমে আমাদের জানতে হবে যে আল্লাহর সুন্দর নামগুলোর একটি নাম হলো 'আল-হাকীম' তথা প্রজ্ঞাময়। 'হাকীম' শব্দটা 'হুকম' (বিধান দান) এবং 'হিকমাহ' (প্রজ্ঞা) শব্দমূল থেকে উদ্ভূত।

আল্লাহ তায়ালা একমাত্র বিধানদাতা। তার বিধানসমূহে রয়েছে চূড়ান্ত প্রজ্ঞা, পূর্ণতা ও নিপুনতা।

দুই:

আল্লাহ তায়ালা যে বিধানই আরোপ করুন না কেন এর পেছনে রয়েছে সুমহান প্রভূত প্রজ্ঞা। হতে পারে আমরা সে প্রজ্ঞাগুলো জানতে পারব কিংবা আমাদের বিবেক-বুদ্ধি সেগুলোর দিশা পাবে না। আবার হতে পারে আমরা কিছু বিষয় জানতে পারব, আর এর অনেকগুলো আমাদের অজানা থেকে যাবে।

তিন:

আল্লাহ তাআ'লা আমাদের উপর রোযার বিধান আরোপ করা ও রোযা ফরয করার প্রজ্ঞা তাঁর নিম্নোক্ত বাণীতে উল্লেখ করেছেন: "হে ঈমানদাররো! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমনভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরও রোযা ফরয করা হয়েছিল; যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো।"[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৩]

রোযা তাকওয়া অর্জনের অন্যতম উপায়। তাকওয়া হলো: আল্লাহর আদিষ্ট বিষয়গুলো পালন করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলো ত্যাগ করা।

দ্বীনের নির্দেশাবলী পালনে বান্দার জন্য সহায়ক উপায়গুলোর অন্যতম হচ্ছে রোযা।

আলমেগণ রোযা বধিান আরোপরে মধ্যে নহিতি বশে কছিু প্রজ্ঞার কথা উল্লখে করছেনে। এর সবগুলোই তাকওয়ার বশৈষ্ট্যি। তবে সগেুলো উল্লখে করতে কোন বাধা নইে; যাতে করে রোযাদার সগেুলোর ব্যাপারে সচতেন হয় এবং বাস্তবায়নে আগ্রহী হয়।

রোযার বধিানে নহিতি প্রজ্ঞাগুচ্ছরে মধ্যে রয়ছে:

১- রোযা নয়োমতরে শুকরয়িা করার অন্যতম উপায়। যহেতেু রোযা মানে হলো: পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস থকেে নজিকেে বরিত রাখা। এগুলো হলো সর্বাধকি মহান নয়িামত। একটা নর্দিষ্টি সময় পর্যন্ত এ নয়োমতগুলো থকেে বরিত থাকলে এগুলোর মর্যাদা বুঝা যায়। কারণ নয়োমতগুলো অগোচরে থাকে। কন্তিু যখন হারয়িে যায়, তখনই এর মর্ম বুঝা যায়। এভাবে রোযা মানুষকে শুকরয়িার মাধ্যমে নয়োমতগুলোর হক আদায়রে প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

২- রোযা হারাম কর্মগুলো ত্যাগ করার অন্যতম একটি মাধ্যম। কারণ ব্যক্তি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া ও তাঁর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তরি ভয়ে হালাল থকেে বরিত থাকতে পার; তাহলে হারাম থকেে বরিত থাকা আরও অধকি যুক্তযিুক্ত। তাই রোযা আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত বষিয়গুলো থকেে বঁচেে থাকার মাধ্যম।

৩- রোযার মধ্যে যৌন কামনার দমন বদ্যিমান। কারণ মানুষ যখন পানাহার করে পরতৃপ্ত হয়, তখন যৌন-কামনা করতে থাকে। কন্তিু সে যদি ক্ষুধার্ত থাকে, তখন যৌন-কামনা থকেে বরিত থাকে। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদরে মাঝে যার সামর্থ্য আছ, সে যনে ববিাহ করে নয়ে। কনেনা বয়িে চোখকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সংযত করে। আর যার সামর্থ্য নইে, সে যনে রোযা রাখে। কারণ রোযা তার যৌন-চাহদিাকে দমন করে।”

৪- রোযা নঃিস্ব ব্যক্তদিরে প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া করাকে অনবিার্য করে তোলে। রোযাদার যখন ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করে, তখন তার মনে পড়ে এমন ব্যক্তরি কথা যে সবসময় এমন অবস্থায় থাকে। ফলে তার হৃদয় নঃিস্ব ব্যক্তরি প্রতি দ্রুত গলে যায়, তার প্রতি দয়ার্দ্র হয়, তার সাথে সে সদাচরণ করে। তাই রোযা নঃিস্বদরে প্রতি অনুগ্রহরে কারণ।

৫- রোযা শয়তানকে পরাভূত ও দুর্বল করে দয়ে। যার ফলে মানুষকে দওেয়া শয়তানরে কুমন্ত্রণার মাত্রা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মানুষরে পাপ কমে যায়। যহেতেু “শয়তান আদম সন্তানরে শরীরে রক্তরে মত চলাচল করে।” যমেনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে। রোযা রাখলে শয়তানরে চলাচলরে পথ সংকীর্ণ হয়ে আস। সে দুর্বল হয়ে পড়ে। তার প্রভাব কমে যায়।

শাইখুল ইসলাম তার ‘মাজমুউল ফাতাওয়া’তে (২৫/২৪৬) বলনে:

“নশ্চিয় খাদ্য-পানীয় থকেে রক্ত তরৈি হয়। মানুষ যখন খায় বা পান করে তখন শয়তানরে চলার পথ (রক্ত) প্রশস্ত হয়। আর রোযা রাখলে শয়তানরে চলার পথ সংকীর্ণ হয়। তখন মানুষরে অন্তর ভালো কাজ করতে আর খারাপ কাজ ছড়েে দতিে

আগ্রহী হয়ে ওঠে।”[কঞ্চিৎ পরমিার্জতি]

৬- রোযাদার নজিকেে আল্লাহর নজরদারতিে অভ্যস্ত করে তোলে। তার মন যা কামনা করে সটো করার সক্ষমতা থাকার পরও সে তা করে না। কারণ সে জানে আল্লাহ তাকে দখেছনে।

৭- রোযার মাধ্যমে দুনয়িা ও দুনয়িার কামনা-বাসনার প্রতি বমিুখতা সৃষ্টি হয়; আর আল্লাহর কাছে (পরকালে) যা আছে সটোর প্রতি আগ্রহ তরৈি হয়।

৮- রোযা মুমনিদরেকে বশেি বশেি নকেকাজে অভ্যস্ত করে তোলে। কারণ অধকিাংশ ক্ষত্রেে রোযাদাররে নকেকাজ বৃদ্ধি পায়। এভাবে সে নকেকাজে অভ্যস্ত হয়ে উঠে।

উপর্যুক্ত বষিয়গুলো রোযার বধিান আরোপে নহিতি কছিু প্রজ্ঞা। আমরা আল্লাহর কাছে করি, তনিি যনে আমাদরেকে এগুলো বাস্তবায়ন করার তৌফকি দান করনে এবং যথাযথভাবে তার ইবাদত পালনে সাহায্য করনে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

দখেুন: তাফসরিে সা’দী (পৃষ্ঠা-১১৬), ইবনে কাসমি লখিতি ‘আর-রওযুল মুরবি’ গ্রন্থরে হাশয়িা (৩/৩৪৪) এবং ‘আল-মাওসূআ আল-ফকিহয়িযা (৯/২৮)।